বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে প্রগ্রেসিভ ফোরামের সেমিনার ।

দেশে ও প্রবাসে বাঙ্গালী নারীর সমস্যা ও সম্ভাবনার উপর প্রগ্রেসিভ ফোরাম আগামী ১৮ই মার্চ ২০০৬ এ নিউ ইয়র্কে একটি সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে । বিষয়টির উপর মূল প্রবন্ধ পাঠ করবেন ঢাকার নটর ড্যাম কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা হুসনে-আরা বেগম ।

আলোচনায় অংশ গ্রহন করবেন আয়রণ লেডি হিসাবে খ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও ষ্টেইট বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধতন মহাকাশ বিজ্ঞানী ডঃ সুলতানা নাহার, লেখিকা আলেয়া চৌধুরী, নিউ ইয়র্ক এসটিভি প্রধান ফাতিনাজ ফিরোজ, ভোয়া প্রতিনিধি জাকিয়া খান, প্রবীন শিক্ষিকা হামিদা চৌধুরী ও বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক কবীর আনোয়ার ।

নারীর সমাধিকার বিধান বিভিন্ন দেশের সংবিধানে সংযোজিত হোলেও বাস্তবে পুরুষ শাসিত পুঁজিবাদী সমাজে নারী তার স্বাধিকার কতটুকু ভোগ করতে সমর্থ হয়, তা বিবেচনার বিষয় । পুঁজিবাদী সমাজে সাধারণ নারী অর্থের গোলাম, তাই ষ্ট্রিপ ড্যান্স ক্লাবে ও পন্য অ্যাডে নারী দেহ প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় । উন্নত পুঁজিবাদী দেশে নারীই সব চেয়ে বেশী যৌন পীড়নের শিকার হয় । এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের মাতাকেও স্বামীর অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছে ।

উন্নয়নশীল দেশে নারীর অবস্থা আরো করুণ । সেখানে নারী দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক হিসাবে সংখ্যালঘুদের মতো প্রান্তিক ও অধস্থানে তার অবস্থান । ধর্মীয় বিধান ও যৌতুক প্রথা নারীর অধিকারকে করেছে আরো সীমিত । সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া ও যৌতুকের ভয় মেয়ে-সন্তান অনেকেরই কাম্য নয় । তাই দম্পতিরা গর্ভ ধারণের প্রথম পর্বেই জানতে চান হবু সন্তানের লিঙ্গ । মেয়ে-সন্তান নিশ্চিত হলে গর্ভপাত করা হচ্ছে । কেবলমাত্র ভারতেই গত এক দশকে এরকম গর্ভপাতের মাধ্যমে প্রায় ১০ মিলিয়ন ভ্রণ হত্যা করা হয়েছে ।

অর্থনৈতিক চাপে যে সকল শ্রমজীবি নারী ঘর থেকে বেড় হয়ে কাজ করছে, তারা পুরুষের সম-পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । তাছাড়া পুরুষ-বখাটেদের প্রস্তাবে রাজী না হলে এসিড নিক্ষেপ করে নারীর শরীর ও মূখমন্ডল ঝলসিয়ে দেয়া হচ্ছে ।

পুরুষ নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশের গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোর অভ্যন্তরীণ পুরুষটির যৌন শিকার নারীটি বিয়ের জন্য চাপ দিলে বা ঘটনাটি প্রকাশ পেলে ঐ নারীকেই আবার ফতোয়ার শিকার হয়ে লাঞ্চিত হোতে হচ্ছে ।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার বাংলাদেশের ৯৫% মানুষ । প্রায় ৭৫% পরিবার তাদের সন্তানদেরকে সাধারণ স্কুলে প্রেরন করার আর্থিক সংগতি রাখে না । এই মানুষগুলির দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যবসা প্রতিযোগীতায় অবতৃণ বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠি । আবা ও পোষাক ফ্রী খয়রাতি এই কাওমী মাদ্রাসাগুলির শিক্ষার মাধ্যম হলো আরবী, তোতাপাখির মতো মুখস্ত করানো হয় কোরাণ এবং প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ওহাবী ইসলাম । বুঝানো হয় ইসলামী জেহাদের মাধ্যমে শহীদ হলে বেহেস্ত, অন্যথায় গাজী । জেহাদে অংশ নিলে মাসিক ১০০-২০০ ডলার এবং শহীদ হলে পরিবার প্রতি ১৫০০ ডলার প্রাপ্য । দারিদ্রক্লিষ্ট ও হতাশাগ্রস্থ বেকার এই যুবকদের অনেকের পক্ষেই ঐ প্রস্তাব নাকচ করা সম্ভব হয়ে উঠে না । ফলে ভোটের রাজনীতির স্বার্থে শাসক গোষ্ঠির ছত্রছায়ায় ইসলামী সন্ত্রাসীদের উত্থান । এরই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তা

ব্যক্তিরা গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে মুসলিম গণতান্ত্রিক দেশ এবং জামাত-ই-ইসলামকে সন্ত্রাসমুক্ত গণতান্ত্রিক দল হিসাবে সার্টিফিকেট দিয়ে চলছে । কিন্তু বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের নগ্ন হস্তক্ষেপের ব্যাপারে প্রধান বিরোধী দল প্রতিবাদে ব্যর্থ । আলোচ্য অবস্থার প্রেক্ষিতে বাঙ্গালী নারীর সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করাই আয়োজিত সেমিনারের উদ্দেশ্য ।

সেমিনার সফল করার লক্ষ্যে ফোরামের পক্ষে সভাপতি জনাব শাহ মোঃ খুরশীদুল ইসলাম সকলের সহযোগীতা কামনা করেছেন ।

সেতারা হাশেম ০২/০৫/০৬